15 OCTOBER WORLD DAY Rural Women's Day

WWSF Prize Women's Creativity in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২১

করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি

প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ

১. ভূমিকা

গ্রামীণ নারীর অবদানকে স্বীকৃতিদান ও তাদের অধিকারগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থান এক নয়। এই নারীদের মধ্যেও গ্রামীণ নারীরা অধিক অবহেলিত। কেননা তাদের কর্ম, অবদান এবং অপ্রাপ্তিগুলো অদেখাই থেকে যায়। তাই বলা হয় নারীরা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতম। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরিপূরক। দিবস দুইটি যেমন এক নয় তেমনি একটি আরেকটির বিরোধাত্মকও নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০7 সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০২০: কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা: আমাদের করণীয়
-২০১৯: শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই
-২০১৮: পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর
-২০১৭: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার
- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও
- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে
- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিরও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. করোনায় বাল্যবিয়ের ভয়াবহ রূপ এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি: প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. প্রেক্ষাপটঃ করোনায় বাল্যবিয়ে কতটা ও কেন বেড়েছে?

বাল্যবিবাহে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ইউনিসেফ এর মতে, সারাদেশে ৪০ লাখের বেশি বালিকাবধু। তারওপর করোনা মহামারীতে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে বাল্যবিবাহ। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলোতে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। অন্যদিকে প্রশাসনসহ আইন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মহামারী নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় বাবা-মায়েরা এই সুযোগ কজে লাগাচ্ছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সর্বশেষ জরিপ (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯-এমআইসিএস) বলছে, দেশে ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ১৫.৫%। সরকারের কর্ম-পরিকল্পনায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ৩০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। ওই জরিপ অনুযায়ি, এ হার ৫১.৪%। কিন্তু ২০২০-২১ সালে এই হার কতটুকু কমেছে বা বেড়েছে, তার হিসাব পাওয়া যায়নি। বাল্যবিয়ে নিরোধে নেওয়া জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ে শূন্যের কোঠায় নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। কিন্তু বাল্যবিবাহ কতটা কমেছে এবিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। (সূত্র: প্রথম আলো)

করোনায় বাল্যবিয়ে কতটা বেড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি সাতক্ষীরার একটি স্কুলের দিকে নজর দিলে। এই স্কুলে ১৮ বছরের নিচে অন্তত ৫০ কিশোরির বিয়ে হয়ে গেছে যা গত বছর ছিল ৩২ জন। বাল্যবিয়ের শিকার এসব মেয়েদের জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আইনী সহায়তাও পাবে না। কারণ ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে আইনসঙ্গত নয় বলে এসব বিয়ের নিবন্ধন হয়নি। অন্যদিকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার এক স্কুলের চিত্রে দেখা গেছে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণিতে ২/৩ জন করে ছাত্রী উপস্থিত ছিল। এই জেলায় অন্তত ১০টি স্কুলে দুইশ'র অধিক ছাত্রী বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। বেশিরভাগের করোনায় স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বিয়ে হয়েছে। এসময় বিয়ে বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা গেছে-ভাল পাত্র, বাড়ির মুরব্বির ইচ্ছা পূরণ, ছেলে-মেয়ের প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার ভয়, শিশু যৌন হয়রানি বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, অর্থনৈতিক অসংঙ্গতি ইত্যাদি। তবে দীর্ঘ দেড় বছরের বেশি সময় স্কুল বন্ধ থাকায় উল্লেখিত কারণগুলো মানুষ বেশি দাঁড় করিয়েছে। এসময় বিদ্যালয়ে পাঠদান নিয়মিত থাকলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় যেমন ব্যস্ত থাকতো তেমনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালিত ক্লাবগুলোও সচল থাকতো।

সম্প্রতি কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার অঞ্চলে একটি গবেষণা চালায়। সেখানে দেখা গেছে, কক্সবাজারে বিয়ের গড় হার ৫৩% যেখানে সারাদেশে এই হার ৫১.৪%। বিয়ের কারণ হিসেবে জানা গেছে, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে ৪৭% বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ের প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার আশংকায় ২৮%, অর্থনৈতিক কারণে ২৬%, ভালো পাত্র পাওয়ার কারণে ২৮%, করোনায় পরিবারের আয় কমে যাওয়ার কারণে ২২%, নিরাপত্তাহীনতার কারণে ১২% এবং প্রথাগত কারণে ৮% বাল্যবিয়ে সম্পন্ন হয়েছে চলতি বছর।

করোনায় বাল্যবিবাহ বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল স্কুল ছুটি থাকা। অভিভাবকরা এসময় হাতের কাছে ভালো পাত্র পাওয়ামাত্র বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে লোকজনের আনাগোনা কম থাকা, প্রশাসন ও পুলিশ করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অভিভাবকরা সুযোগটিকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়া, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কমিটি কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। এদিকে করোনায় প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে ফিরেছে বেশি যাদের কিনা সমাজে পাত্র হিসেবে চাহিদা বেশি। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাই বিয়ের ঘটনা ঘটেছে বেশি। খোদ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম করোনায় বিধিনিষেধ, মানুষের চলাচল কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভাটা পড়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এছাড়া মাঠপর্যায়ে চিত্রও একই দেখা গেছে। স্থানীয় প্রশাসন করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল বেশি। অন্যদিকে অনেক পরিবারে আয় কমে যাওয়ায় তারা মনে করেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে একজনের খোরাকি খরচ কমাচ্ছেন।

ভেঙ্গে পড়েছে সকল কার্যক্রম:
করোনা মহামারীতে সরকারের বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম বলতে গেলে স্থবির হয়ে পড়েছে। মাঠপর্যায়ে চিত্র বলছে, পুলিশ/স্থানীয় প্রশাসন বাল্যবিয়ের খবর পেলে কেবল তা প্রতিরোধ করেছে। যদিও বেশিরভাগ বিয়ের ঘটনা ঘটেছে খুব গোপনে। এদিকে হটলাইন নম্বরেও (১০৯৮) এ এসময় কল এসেছে আগের তুলনায় বেশ কম। বাল্যবিয়ে নিরোধ কর্ম-পরিকল্পনার ২৩৭টি কৌশল এবং কার্যক্রমের মধ্যে চলতি বছরে বাস্তবায়ন করা হবে এমন কার্যক্রম আছে ১৭২টি। এর বেশিরভাগই শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসম্পর্কিত। গত বছরের মার্চ মাস থেকে করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এই কার্যক্রম আর বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঠপর্যায়ে বাল্যবিয়ে রোধে কার্যকর মনিটরিং ছিল না। সবাই গা ছাড়া ভাব নিয়ে ছিল। মাঠপর্যায়ে তহবিল গঠন বা বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও এমন কোন কিছু হাতে নেয়া হয়নি। এমনকি করোনার কারণে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোর ডাটাবেইস কিংবা আর্থিক সহায়তা এমন কিছুই সরকারের পরিকল্পনায়ও ছিল না। পরিণতিতে সারাদেশে উদ্বেগজনক হারে বাল্যবিবাহ বেড়েছে। সম্প্রতি স্কুল খোলার পর ক্লাসে কিশোরীর উপস্থিতি সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ:
চলমান বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, তহবিল গঠন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ বাজেট রাখা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা, কারিগরী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাল্যবিয়ে নিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় যার ভিত্তিবছর ২০১৮-৩০। কিন্তু করোনা মহামারীতে বাল্যবিয়ের হার না কমে উল্টো বেড়ে যাওয়ায় তা আগের জায়গায় স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। করোনা মহামারী কবে নাগাদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসবে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছে না। তারসাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট। গরীব দেশগুলোর জন্য ৭০-৮০ ভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনাও সময় সাপেক্ষ। করোনার সাথে তাল মিলিয়ে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে। কারণ সারাদেশের চিত্র বলে দিচ্ছে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বাল্যবিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রমগুলো সচল রাখা যাবে। শিক্ষকরাও তাদের নিয়মিত খোঁজ রাখতে পারবেন। এছাড়া সারাদেশে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত যে আট হাজার ক্লাব রয়েছে সেগুলোও সচল রাখা যাবে। পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকতে হবে। ভুয়া জন্মনিবন্ধন, বিয়ে নিবন্ধন না করে শরিয়া মোতাবেক বিয়ে পড়ানোর প্রবণতা, স্থান ত্যাগ করে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যদিকে কন্যাসন্তানকে বোঝা হিসেবে দেখার প্রবণতা যদি বন্ধ না হয় একমাত্র আইন দিয়েই বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ সম্ভব নয়। বাবামায়ের কন্যাসন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার পাশাপাশি তার পড়াশোনায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। 'ছেলেমেয়ে পৃথক নয়'-তাদের চিন্তার জগতে এই পরিবর্তনটিও আনতে হবে। কন্যাসন্তান যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে সেই পরিবেশ তৈরিতে রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ সবার উদ্যোগি ভূমিকা রাখাও জরুরি।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ	মো. শহীদুল ইসলাম	০১৭৪৯০৭০৮৪৫
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	পি জি কে	আ. শ. ম. আশরাফুল হাসান তাইমুর	০১৭১২২২৬৬২৭
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	এম. শাহজাহান আলী	০১৭১১৪৪৮৮০৯
		সম্পাদক	দেশ চেতনা	মো. রাশেদুল হক	০১৭১১২৭৪৭৮১
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সমন্বয়ক, অপরাজিতা, রুপান্তর	সৈয়দা সুবাহ শবনম	০১৬৮৫৮৩১৫৮৪
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মইন-উল-আলম	০১১৬৫৪৫৪৬১
		সম্পাদক	সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস	আবু আবিদ	০১৭৭০৫৭৯৩১৩

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা	মো. নজরুল ইসলাম	০১৭১৪০৪৯৪৬৯
		সম্পাদক	সংগঠক	লিমা	০১৭১৬২০৩৪৮৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	অনির্বান কর্মসংস্থান	প্রভাতী রাণী বসাক	০১৭১৫১৬৯৫৬২
		সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ্ধ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	কারিগরি মহিলা সংস্থা	মনোয়ারা পারভীন	০১৭১৯৩২৯৪৪৯
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা	মো. করিম বক্স	০১৭১৪৮০১৯০৩
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিপি)	মো. রুহুল ইসলাম	০১৭২৬৭১৭৮৫৯
		সম্পাদক	প্রামডো	হৈমন্তী সরকার	০১৭১৪৪৩১৩১৫
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	মাহফুজা আক্তার নিভা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	উপকার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মো. তমাল উদ্দিন	০১৭১৪৩২৪১৪৬
		সম্পাদক	এসসিডিএফ	সেলিনা হক	০১৭১২৬৯৯৬২৭
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	জে এস কে এস	রুবিনা বেগম	০১৯১৬৫১১৩৩০
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	মো. আব্দুল মান্নান	০১৭১৬৫১৭৪১২
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	ড্রিম অব সেশন (ডন)	রেজাউল করিম সাজু	০১৭২০৬৫৩৬৯৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
		সম্পাদক	জে. এস. কে. এস	মো. মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মো. নাজমুল হুদা	০১৩০৭৪৩৫২৪৬
		সম্পাদক	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	মো. নাজিম উদ্দীন	০১৭১১৪৫১৯৪৯
		সম্পাদক	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	ডা. সামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	সূর্যালোক ট্রাস্ট	হেমায়েত উদ্দিন হিমু	০১৭১২২৫৯৮৯০
		সম্পাদক	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬ ৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	দিপা	মো. ফজলুল হক	০১৭১৩৫৪৬০৩০
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো. সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮ ৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	র‌্যাক বাংলাদেশ	এবাদুর রহমান বাদল	০১৭১৩০১৩২৪৪
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	এডাব, গাজীপুর	আলিম	০১৭৩১৪২৫৬৭৮
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৭৮৬০৫২২৩৫
৮.	টঙ্গী-গাজীপুর	সভাপতি	একর্ড	ডা. নাজিমউদ্দিন আহমেদ	০১৭১১৫২৯১৬৬
		সম্পাদক	একর্ড	মলয় নাথ	০১৭১২৭৬২৫৭০
৯.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহমিনা	০১৭৩৭ ৩৭৭৯৪৫
		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১ ২২৬৫৫৫
১০.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১১.	মাদারীপুর	সভাপতি	সূর্য তরণী মহিলা সমিতি	আইরিন সুলতানা	০১৭১৮৫৯৪০৫৪
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১২.	রাজবাড়ী	সভাপতি	স্বেচ্ছাসেবী বহুমুখী উন্নয়ন মহিলা সমিতি	শামীমা আক্তার মুনমুন	০১৭১৫৬৯৬৩০৬
		সম্পাদক	আরইউএস	লুৎফর রহমান লাবু	০১৯৮১০৯৩৪৯১
১৩.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮
১৪.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এম	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	কে এইচ আর ড িএস	সৈয়দা শামীমা সুলতানা	০১৭১১১৭২১২৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	০১৭১২৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	তৃণমূল নারী উন্নয়ন সমিতি	আইনুন্নাহার	০১৭১১৪৭৯৯০৯
১.	শেরপুর	সভাপতি	সৃজন মহিলা সংস্থা	শিখা সাহা	০১৭১১৪৬৮২৫৩
		সম্পাদক	এস ড সি	দিলিপ মুরং	০১৭১১২৬৫৩০৫
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সেরা এনজিও	মো. আলী বাদশা	০১৫৫২৯৬১০০২
৪.	জামালপুর	সভাপতি	আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)	মে. আব্দুল হাই	০১৭১৪৩৫৭৫৮৫
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩
৫.	মুক্তাগাছা	সভাপতি	গাউস	মো. সাইদুজ্জামান খোকন	০১৭১৬০৫১১৫৭
		সম্পাদক	স্বপ্নপুরী	সুমী রাণী গৌরি	০১৭১৬০৫১১৫৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬ ৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫ ০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	পি. এম. বিল্লাল	০১৮৭৬৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২ ৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	দর্পণ	মো. মাহবুব মোর্শেদ	০১৭১৫ ৭০৭১২৪
		সম্পাদক	মহিলা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	শারমিন মান্নান	০১৭১০ ৮০১৪১৩
৫.	বাক্ষণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	লেকচারার কক্সবাজার সিটি কলেজ	রোমেনা আক্তার	০১৮৩৫২৯৯১১০
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মকবুল আহমেদ	০১৭১৩৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	নাইউপ্রু মারমা মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা ০১৫৫৬৪৯৮৮২০	০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	পি এ ডি এম এ	সাজ্জাদুর রহমান	০১৭১২৩৩০১০৯
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১

ইমেইল- info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৮১৫২৫৫৫